রাষ্ট্র ও সরকার

রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (২০০৯-২০১২)

- বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ ও ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে কার্যক্রম গ্রহণ।
- অফিস ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পদ্ধতি নিশ্চিতে ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়ন।
- তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
- ওয়েবসাইট, ল্যান ও ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।
- ফাইল ট্র্যাকিং পদ্ধতি অনুসরণ।
- দাপ্তরিক কাজে গতি বৃদ্ধি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ অক্টোবর ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মন্ত্রিপরিষদ (২০০৯-২০১২)

- চার বছরে ১৮২টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত। ১ হাজার ২০৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর মধ্যে ১ হাজার ১২০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সম্পৃক্তকরণ। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯২.৬৪ শতাংশ।

- বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে ১৭১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত। ৬০৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর মধ্যে ৪৬৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭৬.০৩ শতাংশ।

- ২৩৫টি আইন চূড়ান্তভাবে অনুমোদন। ৬টি অধ্যাদেশ অনুমোদন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ জুন ২০১২ গণভবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

- ১০০টি দ্বি-পাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন।

- ৩৮টি নীতিমালা, কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।

- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত।

- সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত। এসব বৈঠকে ৭২৫টি ক্রয়-প্রস্তাব অনুমোদন।

- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত। এসব বৈঠকে ১৩৮টি প্রস্তাব অনুমোদন।

- ১১টি সচিব সভা, ১২০টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, ৮০টি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

- অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সঠিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক বিভাগ ও সেতু বিভাগ সৃষ্টি এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা।

- বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা।

- জনগণের খাদ্য নিশ্চয়তা ও সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা।

- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গঠন।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গঠন।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় সঠিক পরিসংখ্যানের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং তথ্য প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ গঠন।
- নবসৃষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর কার্যতালিকা নির্ধারণ।
- প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আটটি জেলা সমন্বয়ে রংপুর বিভাগ গঠন।
- গাজীপুর জেলাকে বিশেষ ক্যাটাগরি জেলা হিসেবে ঘোষণা। রাজবাড়ী জেলাকে ক্যাটাগরি-II জেলায় উন্নীতকরণ।
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিজয়নগর উপজেলা, পটুয়াখালী জেলায় রাঙ্গাবালী উপজেলা, বরগুনা জেলায় তালতলী উপজেলা এবং ময়মনসিংহ জেলায় তারাকান্দা উপজেলা সৃষ্টি। এ চারটি নিয়ে দেশে মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৮৬-এ উন্নীত।
- ভোলায় দক্ষিণ আইচা এবং শশীভূষণ থানা, ময়মনসিংহে পাগলা থানা সৃজন।
- ৩১ জন বরেণ্য ব্যক্তি ও তিনটি প্রতিষ্ঠানকে "স্বাধীনতা পুরস্কার" প্রদান। পুরস্কারের মান ১ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকায় উন্নীত।
- বর্তমানে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১৮ ক্যারেট মানের স্বর্ণ নির্মিত প্রতিটি ৫০ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট একটি পদক, ২ লক্ষ টাকা এবং একটি সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান।
- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ জন সম্মানিত বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান এবং ১৮৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৮টি প্রতিষ্ঠান, ভারতের জনগণ ও মিত্র বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান।
- ২৫ জুলাই ২০১১-এ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর), ২৭ মার্চ ২০১২-এ ৭৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৬টি প্রতিষ্ঠান, ভারতের জনগণ ও মিত্র বাহিনী, ২০ অক্টোবর ২০১২-এ ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০১২-এ ৬১ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে আছেন ভারত, নেপাল, ভূটান, রাশিয়া, তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ডেনমার্ক,

আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালী, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ব্রিটেনের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

- সৌদি প্রিন্স আল ওয়ালিদ বিন তালাল বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ কে ১০ জুন ২০১২-এ বাংলাদেশ মৈত্রী পদক প্রদান।
- "একুশে পদক" এর অর্থের পরিমাণ ৪০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত।
- "বেগম রোকেয়া পদক" এর অর্থের পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত।
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের এককালীন নগদ অর্থ সম্মানী শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত। শিল্পী ও কুশলীদের ৫ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত।
- চলচ্চিত্র শিল্পে অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা পুরস্কার হিসেবে একটি পদক, একটি সম্মাননা ও এককালীন নগদ ১ লক্ষ টাকা পুরস্কারের সমন্বয়ে নতুন ক্ষেত্র সংযোজন।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে বছরের শুরুর অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ সংকলন ও প্রণয়ন। মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের পর ভাষণ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রণ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ।
- দুর্নীতি বিরোধী একটি ব্যবহারিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" গ্রহণ।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি সুশাসন ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।

- জেলা প্রশাসক সম্মেলন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত।
- সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অর্থবছর-ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন ও প্রণয়ন এবং মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন।
- বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে একটি অনুবিভাগ, দুইটি অধিশাখাসহ ৪৩টি সহায়ক পদ সৃষ্টি।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা সংশোধন।
- শিপ ব্রেকিং, শিপ রিসাইক্লিং ও শিপ বিল্ডিং সংক্রান্ত বিষয়াদি শিল্প মন্ত্রণালয়ে তালিকাভুক্তকরণ।
- অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ প্রণয়ন। এর তফসিলে ৯৭টি আইন সংযোজন। মোবাইল কোর্ট মনিটরিং কমিটি গঠন।
- চার বছরে ১ লক্ষ ২৮৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত। দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৬৩টি এবং আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ৫৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার অধিক।
- যৌন হয়রানি বন্ধে দেশব্যাপী ৩ হাজার ৬৮টি মোবাইল কোর্টে ১ হাজার ৫০২ জনকে শাস্তি প্রদান। ১৭ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়।
- যৌন হয়রানি, খাদ্যে ভেজালরোধ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণসহ মোবাইল কোর্টে বিচার্য অপরাধসমূহের প্রবণতা বিশেষভাবে হ্রাস এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি।
- জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কগুলো থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে জেলা কমিটি গঠন।
- সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিসংখ্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন।
- ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জাতীয় টাস্কফোর্স এবং মন্ত্রণালয় ভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন।
- জাতীয় শিল্পনীতির আলোকে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ এবং এর নির্বাহী কমিটি গঠন।
- অফিস ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইউনিকোড বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান। বাংলাদেশ বিশ্ব ইউনিকোড ফোরামের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে বিশ্বের সব দেশেই আইসিটিতে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- জেলা ওয়েব পোর্টাল ও জেলা ই-সেবাকেন্দ্র স্থাপন এবং সেবা প্রদানের গতি ত্বরান্বিত ও মান উন্নীতকরণ।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন।

- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সরাসরি ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরণ।
- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন।
- ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন বাস্তবায়নাধীন।
- নাটোরের উত্তরা গণভবন জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্তকরণ।
- জনপ্রশাসনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, দক্ষ, প্রবৃদ্ধি সহায়ক, জনসেবামুখী ও জবাবদিহি করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ স্থাপন, আবেদন ও অভিযোগ জানানো এবং তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সুবিধা সম্প্রসারণ।
- মিশন স্টেটমেন্ট, প্রধান কার্যাবলী, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (কী পারফরমেন্স ইনডিকেটারস্) সংশোধন ও হালনাগাদকরণ।
- সরকারী খাতে দুর্নীতি রোধে যথাযথ আইনী ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে "সাপোর্টিং দ্য গুড গভার্নেন্স প্রোগ্রাম" বাস্তবায়ন অব্যাহত।
- নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় "গ্রিভান্সেস রিড্রেসিং সিস্টেম" গড়ে তোলা।
- তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের সকল তথ্য ও সেবা সহজলভ্য করতে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালুকরণ।
- "ক্যাপাসিটি ডিভালাপমেন্ট অব কেবিনেট ডিভিশন" শীর্ষক কর্মসূচী গ্রহণ।
- মাঠ পর্যায়ে কাজের পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ।
- ১৫ কোটি ডলার ব্যয়ে "এনাবলিং ওপেন গর্ভমেন্ট প্রোজেক্ট" শীর্ষক কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সর্বস্তরে মাতৃভাষার সুষ্ঠু বিকাশ এবং এর মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রয়াস অব্যাহত।
- সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থায় বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান রীতি অনুসরণের জন্য নির্দেশনা জারী।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীসমূহ নিবিড়ভাবে মনিটরিং-এর জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। বাস্তবায়ন কমিটি গঠন। বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র-ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী-পুরুষের সমতা বিধানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন।
- কিশোরগঞ্জ দারিদ্র্যবিমোচন ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা। সুফলভোগীর সংখ্যা ২৮ হাজার ৪১৭ জন।
- মন্ত্রিসভা-বৈঠকের ২৫ বছর উত্তীর্ণ দলিলসমূহ সংরক্ষণের জন্য জাতীয় আর্কাইভে হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সুনামগঞ্জের ডলোরা ও কুড়িগ্রামের বালিয়ামারীতে দুটি বর্ডার হাট চালু। আরও চারটি নতুন বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।